তটরেখা

PDO-ICZMP বুলেটিন | সংখ্যা - ১২ | ডিসেম্বর ২০০৪

১২ নভেম্বর উপকূল দিবস প্রস্তাব

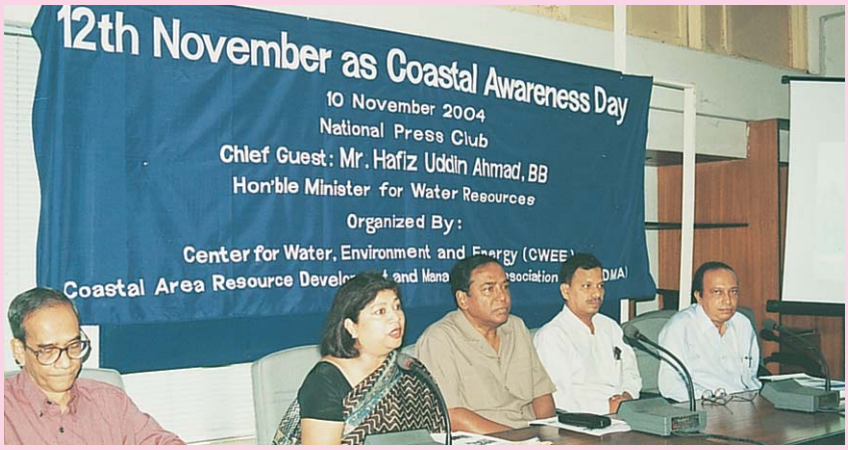

গত ১০ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় ১২ নভেম্বরকে উপকূলীয় সচেতনতা দিবস হিসেবে পালনের দাবী জানানো হয়। কোস্টাল এরিয়া রির্সোস ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশন (কার্ডমা) এবং সেন্টার ফর ওয়াটার, এনভায়রনমেন্ট এ্যাণ্ড এনার্জি আয়োজিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কার্ডমা সভাপতি মিসেস হাসনা মওদুদ। আইসিজেডএমপি প্রকল্পের টিম লিডার ড. এম. রফিকুল ইসলাম মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম প্রধান অতিথি এবং ওয়ারপো'র মহাপরিচালক জনাব এইচ এস মোজাদ্দাদ ফারুক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, ১২ নভেম্বর উপকূলীয় সচেতনতা দিবস ঘোষণার জন্য সরকার পদক্ষেপ নেবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারান এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটিকে স্মরণ করে দুর্যোগ মোকাবেলা সহ উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের দাবী অনেক দিনের।

বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য চুক্তি

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত। সমন্বিত উপকূল সম্পদ তথ্যভান্ডার (ICRD) এর কার্যক্রম শুরু করার জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ও সিইজিআইএস-এর মধ্যে একটি চুক্তি গত ২৪ নভেম্বর সাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা ছাড়াও উপকূলে একাধিক সমীক্ষা ও তথ্যসম্বলিত প্রকাশনার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ ছাড়া নয়টি উপকূলীয় জেলায় বিভিন্ন ধাপে চল্লিশটি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন আয়োজনের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS)।

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে উপকূল উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অংশগ্রহণমূলক আলোচনার অপর একটি কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়ারপো কর্তৃক উপদেষ্টা নিয়োগের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

সামুদ্রিক মৎস্য কৌশল

উপকূলীয় জেলেদের জীবিকার নিরাপত্তার জন্য ক্ষমতায়ন প্রকল্প (ইসিএফসি) এবং চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৩-১৪ ডিসেম্বর সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কিত একটা কর্মশালা কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কোস্ট গার্ড, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আইসিজেডএমপি প্রকল্প, ট্রলার মালিক সংস্থা, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং স্থানীয় জেলে সংগঠনগুলোর কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ অক্টোবর, ২০০৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহাপরিচালক, ওয়ারপো এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব হোসাইন শহীদ মোজাদ্দাদ ফারুক খসড়া উপকূলীয় অঞ্চল নীতি উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় তিনি প্রকল্পের বর্ণনা, করণীয়, বর্তমান অগ্রগতি এবং খসড়া নীতি প্রণয়নে কালানুক্রমিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরেন এবং খসড়াটি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১. উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৪ এর চূড়ান্ত খসড়াটি মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা।
২. আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা।

গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ পিডিও সভাকক্ষে উপকূল অঞ্চল উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কামরুল হাসান মঞ্জু। সভায় পিডিও ও ওয়ারপো'র কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইপসাম, বিএনএনআরসি, ডেমোক্রেসি ওয়াচ, স্পারসো এবং দৈনিক সংবাদ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা

গত ১১ অক্টোবর ২০০৪ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে এবং পিডিও-আইসিজেডএমপি'র সহযোগিতায় সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এজেএম নুরুদ্দিন চৌধুরী কর্মশালার উদ্বোধন করেন। ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জাফর আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. নুরুদ্দিন মাহমুদ, মেরিন ফিশারিজ বিভাগের জনাব মোঃ সাবির আহমেদ, আইসিজেডএমপি প্রকল্পের জনাব আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং ওয়ারপো'র কর্মকর্তা জনাব মো: ইকরামউল্লাহ। অংশগ্রহণকারীরা সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার নীতি ও কৌশল নির্ধারণের উপর জোর দেন।

উপকূলীয় ভূমির অবক্ষয় রোধে করণীয়

৯ ডিসেম্বর পিডিও সভাকক্ষে বাংলাদেশের নেতৃত্বে গঠিত দক্ষিণ এশিয়ার উপকূল অঞ্চলে ভূমির অবক্ষয় রোধ নেটওয়ার্কের করণীয় সম্পর্কে একটি লেকচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন এসইএমপি-এর উপদেষ্টা, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে পিডিও, ওয়ারপো ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন।

বন অধিদপ্তরে কর্মশালা

গত ৬ অক্টোবর ২০০৪ বন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আইসিজেডএম প্রক্রিয়ায় অংশীদারীত্বের বিকাশ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বন অধিদপ্তর ও পিডিও-আইসিজেডএমপি যৌথভাবে এর আয়োজন করে। কর্মশালায় আইসিজেডএমপি প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ওয়ারপো'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাসান পারভেজ এবং প্রকল্পের টিম লিডার জনাব এম. রফিকুল ইসলাম। উপকূলীয় অঞ্চলে বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন উপ-প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ ওসমান গনি। প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ পাউবো, ওয়ারপো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। ওয়ারপো'র মহাপরিচালক এবং আইসিজেডএমপি'র প্রকল্প পরিচালক জনাব এইচ এস মোজাদ্দাদ ফারুক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রতিনিধিদলের উপকূল অঞ্চল সফর

পিডিও-আইসিজেডএমপি'র একটি প্রতিনিধিদল গত ২৪-২৯ অক্টোবর দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল পরিদর্শন করে। প্রথম দিন তারা ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ফিজিক্যাল মডেল পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব আলী আকবর হায়দার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরদিন ২৫ অক্টোবর দলটি পটুয়াখালী শহরে পটুয়াখালী-বরগুনা মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্পের অফিস পরিদর্শন করে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ উপদেষ্টা এরিক কিউস প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে পিডিও প্রতিনিধিদের অবহিত করেন।

নদী গবেষণা ইনিস্টিউটের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

২৭ অক্টোবর দলটি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব রুহুল আমিন শেখ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং বন্দরের কার্যক্রম ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন। ঐ দিন বিকেলে দলটি পর্যায়ক্রমে খুলনায় অবস্থিত কেয়ার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আরভিসিসি প্রকল্প ও কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ-এর অফিস পরিদর্শন করে এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেয়। ২৮ অক্টোবর দলটি বন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগের সহযোগিতায় সুন্দরবনের কচিখালী ও কটকা অভয়ারণ্য পরিদর্শন করে এবং বনকর্মীদের কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করে। সহকারী বন সংরক্ষক জনাব এস এম শোয়ায়িব খান দলটির সার্বক্ষণিক সহযাত্রী ছিলেন।

পটুয়াখালি-বরগুনা মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

অতিথি কলাম

আইসিজেডএমপি ও উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্যে যোগাযোগ সম্প্রসারিত হোক

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইসিজেডএমপি প্রকল্প ইতোমধ্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তা প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ করে এই প্রকল্প "তটরেখা" নামে যে সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে, তা স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাজের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। আমি এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে উপকূলীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মসংস্থান ও যৌথ ব্যবস্থাপনার যে মডেল আমরা বিগত কয়েক দশক যাবৎ বাস্তবায়ন করছি, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐ অভিজ্ঞতা বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করছি। এ বিষয়ে আমাদের উভয় প্রকল্পের মধ্যে যোগাযোগ আরও নিবিড় ও সম্প্রসারিত হলে, তা উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন ছাড়াও জনকল্যাণমুখী গতিধারার সৃষ্টি করবে।

মোঃ সাঈদুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

জেন্ডারের মূলধারাকরণ

উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলের অনুষঙ্গ হিসেবে জেন্ডারের মূলধারাকরণ সংক্রান্ত একটি কৌশলপত্র রচনার কাজ চলছে। গত ১২ ডিসেম্বর পিডিও-আইসিজেডএমপি'র সভাকক্ষে কৌশলপত্রের একটি খসড়ার উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় ওয়ারপো, ব্রতী, এলজিইডি, বিআরডিবি, কেয়ার-বাংলাদেশ, ব্র্যাক ও স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ভূমি ব্যবহার জোনিং

ভূমি ব্যবহার নীতিমালার (২০০১) ভিত্তিতে বিগত ছয় মাসে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪৭টি উপজেলাকে প্রাথমিকভাবে নয়টি জোনে দেখানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই জোনগুলো হচ্ছে চিংড়ি (গলদা), চিংড়ি (বাগদা), কৃষি, পর্যটন, লবণ, ম্যানগ্রোভ, বন, নগর ও বাণিজ্যিক। এই প্রাথমিক Zoning-কে ভিত্তি করে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বিষদভাবে Zonation- এর কাজ শুরু করা হবে।

উপকূল অঞ্চল কৌশল নির্ধারণে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

একটি "উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল" রচনা সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এই কৌশল তৈরীর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত অক্টোবর ২০০৪ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উদ্যোগে একটি জাতীয় এবং চারটি আঞ্চলিক প্রাথমিক মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কর্মশালাটি ঢাকায় এবং আঞ্চলিক কর্মশালাগুলো বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলোতে ওয়ারপো'র কর্মকর্তা সহ মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালাগুলোতে প্রকল্প পরিচিতি এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলের একটি প্রাথমিক রূপরেখা ও ধারণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ রূপরেখা ও ধারণাপত্রের উপর তাদের মতামত দেন। এ ছাড়া স্থানীয়/আঞ্চলিক সমস্যা ও সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং অঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম ও সুপারিশ চিহ্নিত করা হয়। আঞ্চলিক কর্মশালাগুলো আয়োজনে স্থানীয় এনজিওরা সহযোগিতা করে। এদের মধ্যে ছিল আভাস (বরিশাল), নবলোক (খুলনা), এন.আর.ডি.এস. (নোয়াখালী) ও কোডেক (চট্টগ্রাম)। কর্মশালাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

জাতীয় কর্মশালা- ঢাকা

তারিখ - ৪ অক্টোবর ২০০৪
প্রধান অতিথি - ড. মোঃ ওমর ফারুক, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সভাপতি - জনাব এইচ. এস. মোজাদ্দাদ ফারুক, মহাপরিচালক, ওয়ারপো।
প্রধান সুপারিশ - বর্তমান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার জন্য আইসিজেডএম প্রক্রিয়ার অধীনে নতুন কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ; উপকূলীয় সম্পদের পর্যালোচনা ও যথাযথ ব্যবহার; উপকূলীয় চর ও দ্বীপ উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা; উপকূলীয় জনগণের বিপদাপন্নতার কারণ অনুসন্ধান এবং তা নিরসনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ; প্রাকৃতিক সম্পদের উপর উপকূলীয় জনগণের নির্ভরশীলতা হ্রাস; উপকূলীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও আন্ত: বিভাগীয় সমন্বয়; আইন ও নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ, ইত্যাদি।

আঞ্চলিক কর্মশালা - বরিশাল

তারিখ - ৬ অক্টোবর ২০০৪
সভাপতি - ডা: আব্দুল মালেক, সিভিল সার্জন, বরিশাল
প্রধান সুপারিশ - সড়ক, টেলিযোগাযোগ ও গণমাধ্যম ব্যবস্থার উন্নয়ন; সেচ সুবিধা, কৃষি উপকরণ ও ঋণের সহজলভ্যতা; পতিত জমির ব্যবহার; বাঁধ তৈরীর মাধ্যমে বন্যা ও লবণাক্ততা থেকে কৃষি জমিকে রক্ষার মাধ্যমে কৃষিখাতের উন্নয়ন; পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নয়ন; প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা; জমি সংক্রান্ত ও আন্তঃবিভাগীয় জটিলতা দূর; চর উন্নয়ন করে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার, ইত্যাদি।

আঞ্চলিক কর্মশালা - খুলনা

তারিখ - ৯ অক্টোবর ২০০৪
সভাপতি - অধ্যাপক আবদুর রহমান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধান সুপারিশ - টি.আর.এম. অভিজ্ঞতার আলোকে জলাবদ্ধতা দূর করা; সমন্বিত পানি ও নদী ব্যবস্থাপনা; বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা জোরদার করা; পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ; প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; উপকূলীয় বনায়ন; সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ; খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করা; ইত্যাদি।

আঞ্চলিক কর্মশালা - নোয়াখালী

তারিখ - ১১ অক্টোবর ২০০৪
প্রধান অতিথি - জনাব মাকসুমুল হাকিম চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী
প্রধান সুপারিশ - জলাবদ্ধতা দূর করা; ভূমিহীনদের মধ্যে চরাঞ্চলের খাস জমি বিতরণ; উপকূলীয় বনায়ন; নোয়াখালীতে একটি বেসরকারী বন্দর স্থাপন; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন; চরাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন; পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন; কৃষি উন্নয়ন; অংশীদারীত্বমূলক উপকূল উন্নয়ন কর্মসূচী; নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা; ভূমি ব্যবস্থাপনা; ইত্যাদি।

আঞ্চলিক কর্মশালা - চট্টগ্রাম

তারিখ - ১৩ অক্টোবর ২০০৪
সভাপতি - জনাব আবুল মোমেন, সাংবাদিক
প্রধান সুপারিশ - সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান; নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ; দূষণ ব্যবস্থাপনার আধুনিক ব্যবস্থাসহ শিপব্রেকিং অঞ্চল; সামুদ্রিক জলদস্যুতা রোধে কোস্ট গার্ড, পুলিশ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম; সরকারের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী জোরদার করা; নারী ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা বাড়ানো; স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা; ইত্যাদি।

আপনাদের চিঠি পেলাম

মাছ ও মাছের মানুষের কথা

নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংকটের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা উপকূলীয় ১৯ জেলার সাড়ে তিন কোটি মানুষের দারিদ্র্যের মূল কারণগুলোর একটি হলো চাষযোগ্য জমিতে দীর্ঘ সময়ের জলাবদ্ধতা। অথচ এই জলাবদ্ধতাকে সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে একঝাঁক মৎস্যযোদ্ধা, মৎস্যজীবী ও মৎস্যকর্মী। ২৬০ প্রজাতির দেশীয় মাছ, ১২ প্রজাতির স্বাদু পানির এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ির অধিকাংশ এই এলাকাতে পাওয়া যায়। তটরেখাতে মাছ ও মাছের মানুষের কথা বেশি বেশি থাকা দরকার।

মাসুদ
মাঠকর্মী
পিবিএইপি-কারিতাস, পটুয়াখালী

উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক

তটরেখার ১১তম বুলেটিন আমাকে প্রেরণ করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। ছোট্ট কলেবরের এই বুলেটিনটি সত্যিই সুপাঠ্য ও তথ্যবহুল। ইউপিএল-এর সদ্য প্রকাশিত WHERE LAND MEETS THE SEA- A Profile of the Coastal Zone of Bangladesh বইটি আমি পড়েছি। বইটি সত্যিই অসাধারণ। যারা সুসম্পাদিত ও তথ্যবহুল এই বই প্রকাশে পরিশ্রম করেছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক। তটরেখা নিয়মিত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। LIVING IN THE COAST- Problems, Opportunities and Challenges বইটি পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

চৌধুরী জিয়াউদ্দিন হায়াত
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
রামগতি, লক্ষ্মীপুর

সহযোগিতা চাই

গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র পটুয়াখালী জেলার একটি সমাজ সেবামূলক সংগঠন, বর্তমানে দশমিনা, বাউফল ও গলাচিপা উপজেলার দরিদ্র মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছে। এ জেলায় রয়েছে বিশাল চর এলাকা। এ সব চরাঞ্চলে প্রায় ৫০ হাজার ভূমিহীন মানুষ বাস করছে। গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রের অর্থনৈতিক অবকাঠামো এতই দুর্বল যে, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার মত পরিস্থিতি নেই। কিন্তু আমাদের রয়েছে দক্ষ জনবল। উপকূলীয় মানুষের প্রাণের ভাষা বোঝার জন্য নিয়মিত এক কপি তটরেখা ও "লিভিং ইন দা কোস্ট পিপল এ্যাণ্ড লাইভলিহুড" বইটি পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনারা সহযোগিতা করলে আমরা আমাদের সংগঠন থেকে উপকূলীয় মানুষের সার্বিক সহযোগিতা ও সেবা করার ইচ্ছা পোষণ করছি।

মিজানুর রহমান তিতাস
পরিচালক
গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র
দশমিনা, পটুয়াখালী

জেলা তথ্যের জন্যে মতামত

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা নেবার জন্য বাংলাদেশে ১৯টি জেলাতে আপনারা যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমার ধারণা আপনারা উপকূলীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক কর্মকৌশল প্রণয়নে সক্ষম হবেন। জেলাভিত্তিক কর্মশালায় উপস্থিত থেকে উপকূলীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছি। আরও একটি মত ব্যক্ত করতে চাই, তা হলো উপকূলীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে জেলাভিত্তিক আরও কিছু কর্মশালার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, যা একটি উপকূলীয় অঞ্চল কর্মকৌশল তৈরিতে তথ্য ও পরামর্শ দিতে পারে।

মোঃ আঃ হালিম
থানা ম্যানেজার, এনআরডিএস অফিস
পোঃ মান্দারী বাজার
লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর

দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি

১৯৯৫ সালে মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি আচরণবিধি তৈরী করে। ইংরেজীতে লেখা এই বিধিমালা গত অক্টোবর মাসে "দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি" নামে বাংলায় প্রকাশ করা হয়েছে। কক্সবাজারে অবস্থিত উপকূলীয় জেলেদের জীবিকার নিরাপত্তার জন্য ক্ষমতায়ন প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত এই প্রশিক্ষণ সহায়িকা উপকূলীয় জেলে, মাছ ব্যবসায়ী, ট্রলার মালিক, তৃণমূল স্তরের এনজিও কর্মী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রাথমিক ধারণা দিতে সাহায্য করবে। বইটি মৎস্য সম্পদের স্থিতিশীল আহরণ ও ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করতে জেলেদের সচেতন ও উৎসাহিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

PDO-ICZMP সম্পর্কে কিছু তথ্য

Program Development Office-ICZMP বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মূল সংস্থা হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO)।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

PDO-ICZMP কর্মকাণ্ডকে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগ করা হয়েছে:

১। উপকূল অঞ্চলের জন্য র্কমকৌশল প্রণয়ন
২। উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
৩। উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
৪। উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৫। অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ
৬। সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার

আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশনা

WP031 Proceedings of Technical Discussion on Coastal Land Zoning	October 2004
WP032 Proceedings of Preliminary Consultation on Coastal Development Strategy	October 2004

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা ওয়েব সাইটে সংযোজিত আছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিজেডএমপি প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট, সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ড. নুরুদ্দিন মাহমুদ-এর অকাল প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সম্পাদক ঃ মহিউদ্দিন আহমদ
প্রতিবেদক ঃ সাইদ ইফতেখার
অক্ষরবিন্যাস ঃ মো: নুরুজ্জামান মিয়া
লে-আউট ঃ রওনাকুল ইসলাম

যোগাযেগের ঠিকানা
PDO-ICZMP
সাইমন সেন্টার (৫ম তলা), বাড়ী ৪/এ, রোড ২২, গুলশান-১, ঢাকা - ১২১২
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৮৯২৭৮৭ এবং ৮৮২৬৬১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল ঃ pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট ঃ www.iczmpbangladesh.org

তটরেখা

ডাকটিকেট